চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৪.১১.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীর বাংলাদেশ গড়বে: সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই হবে আগামীর বাংলাদেশের দিশারি। তাদের মেধা, মনন ও নেতৃত্বগুণেই গড়ে উঠবে এক উন্নত, মানবিক ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ। তিনি মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা। এসময় মেয়র বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিতর্ক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ ঘটায়। আমি জেনে আনন্দিত যে, কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা বিতর্ক, ক্যারাটে ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চীনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে— যা চট্টগ্রামের জন্য গর্বের। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে চসিকের গৃহীত উদ্যোগ তুলে ধরে মেয়র বলেন, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামে আমরা ‘স্কুল হেলথ স্কিম’ চালু করেছি। এর আওতায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় সেবা পাবে। পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের সব স্কুল ও কলেজকে এই স্কিমের আওতায় আনা হবে। একটি সুস্থ মন গড়ে ওঠে সুস্থ দেহে। তাই শিক্ষার্থীদের সকালে নাস্তা খেয়ে বিদ্যালয়ে আসা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা সমস্যা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। সেবা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে আমরা ড্রেনেজ ও খাল খনন কার্যক্রম জোরদার করেছি। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিশুদের টাইফয়েড ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে এবং নারীদের সার্ভিক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকাদান ও সচেতনতা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। মেয়র আরো বলেন, আমরা চট্টগ্রামকে ক্লিন সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে ডোর-টু-ডোর বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালু করেছি। বর্তমানে প্রতিদিন ২২০০ মেট্রিক টন বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। খুব শিগগিরই ১০০ শতাংশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। সংগৃহীত বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও গ্রিন ডিজেল উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে, যা চট্টগ্রামকে একটি পরিবেশবান্ধব শহরে রূপান্তরিত করবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমানে প্রায় ৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৪টি কলেজ রয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি এখন চসিকের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা চাই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মানবিক মূল্যবোধে গড়ে ওঠা যোগ্য নাগরিক তৈরি হোক, যারা আগামীতে দেশ গঠনে নেতৃত্ব দেবে। মানুষের মতো মানুষ হওয়াই জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য। মানবতার পথে নিজেকে নিবেদিত করতে হবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিন, কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আবুল কাশেম, গভর্নিং বডির শিক্ষানুরাগী সদস্য মোঃ রফিক উদ্দিন চৌধুরী, অভিভাবক সদস্য মোঃ শাহেদ আকবর, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী মনজুর আলম চৌধুরী প্রমুখ।

বিকাল ৪টার আগে নিউ মার্কেট মোড়ে বসতে পারবেননা হকাররা: মেয়র ডা. শাহাদাত

নগরীর জনগুরুত্বপূর্ণ নিউ মার্কেট মোড়ে উচ্ছেদ অভিযান পরিচলানকালে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নিউ মার্কেট মোড়ে বিকাল ৪টার আগে কেউ হকার ব্যবসা করলে উচ্ছেদ অভিযানসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মঙ্গলবার অভিযানকালে মেয়র বলেন, নিউ মার্কেট মোড় নগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা। এখানে হকার ব্যবসার নামে সড়ক, ফুটপাত দখল করে কোন স্থায়ী অবকাঠামো করা যাবেনা। করলে উচ্ছেদ করা হবে। “ নিউ মার্কেট মোড়ে বিকাল ৪টার আগে কেউ হকার ব্যবসা করতে পারবেনা। ৪টার পর থেকে রাত পর্যন্ত হকাররা ব্যবসা করতে পারবেন তবে কোন স্থায়ী কাঠামো করা যাবেনা। কেউ হকার ব্যবসা করতে চাইলে চাকাযুক্ত গাড়ি বা হাতে করে পণ্য এনে বিক্রি করতে পারবেন। কেউ নিউ মার্কেট মোড়ে স্থায়ী অবকাঠামো করলে তা উচ্ছেদ করা হবে। আর যারা ব্যাবসা করবেন তারা তাদের ব্যবসার ময়লা অবশ্যই পরিস্কার করে যাবেন। অনেকে ব্যবসা করার জন্য ছাতা বসাচ্ছেন তারা এমনভাবে ছাতা বসাবেননা যাতে পথচারীদের অসুবিধা না হয়। কেউ যাত্রী ও পথচারীদের অসুবিধা সৃষ্টি করে ফুটপাত-সড়ক দখল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সোয়েব উদ্দিন খান, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অভিষেক দাশসহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা।

কারো উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা যাবেনা: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, চট্টগ্রাম এমন এক নগরী যেখানে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বহুদিন ধরে সম্প্রীতির বন্ধন বজায় রেখেছে। এই ঐতিহ্যকে নষ্ট করার যেকোনো অপচেষ্টা রুখে দিতে হবে। কারো উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা যাবেনা। মঙ্গালবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে চকবাজারের দেবপাহাড়ে পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান ও এস.এস.সি ও এইচ.এস.সিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।তিনি বলেন, “আমি সব ধর্মের মানুষদের জন্য চট্টগ্রামকে একটি ‘সেফ সিটি’ হিসেবে গড়তে চাই। আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ সাম্যের বাংলাদেশ। আমরা কবি নজরুলের গাহি সাম্যের গান-মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান্ এই চেতনাকে লালন করি। আমাদের লক্ষ্য সমাজকে এমনভাবে বিনির্মাণ করা যেখানে সব ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে পারে।”ক্লিন সিটি গড়ার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, “সব ধর্মেই পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টান—সব ধর্মেই বলা হয়েছে, পরিচ্ছন্নতা ঈমান ও মানবতার অঙ্গ। তাই নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাইকে সচেতন হতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, নাগরিক দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে এবং বর্জ্য যথাস্থানে ফেলতে হবে। চট্টগ্রামকে একটি ক্লিন, গ্রীন, হেলদি ও সেইফ সিটিতে রূপান্তর করতে নাগরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন মহাথের। আশীর্বাক ছিলেন ড. ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির, সংবার্ধিত অতিথি ড. ভান্তে ধম্মচেতি।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮